দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ৪ ...

জয়পুরহাটে অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছে শিশু একাডেমি

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ●

সমাজের খেটে খাওয়া দিনমজুর শ্রেণির পরিবারগুলোয় অযত্নে অবহেলায় বেড়ে ওঠা শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত শিশু একাডেমির প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, জয়পুরহাট জেলা শাখা সূত্র জানায়, প্রতি বছর এখানে ৩০ জনকে প্রথমে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরের বছর প্রমোশন পেয়ে ওই ৩০ জন শিশু আবার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ওঠে। এভাবে সাড়ে ৩ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের দুই শিফটে ৬০ জনকে এখানে খেলার ছলে শেখানো হয়ে থাকে। সমাজের যে সকল সহায় সম্বলহীন পরিবারের বাবা-মাকে সংসারে একমুঠো খাবার জোগাড়ের জন্য ছুটতে হয় দিন-রাত। সেখানে শিশুদের প্রতি খেয়াল রাখার মতো সময় তারা করতে পারেন না। তাদের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালাতে সরকার প্রতিটি শিশু একাডেমিতে চালু করে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মূল কাজ হচ্ছে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয় গমন উপযোগী করে গড়ে তোলা।

এ বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে শিশুরা যে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে শিশু একাডেমি পরিচালিত এ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সমাজের অবহেলিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিশু একাডেমিগুলোয় প্রথমে ইউনিসেফের সহযোগিতায় এ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হলেও বর্তমানে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এটি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে শিশুদের এখানে শিক্ষা উপকরণ ও পোশাক দেওয়া হয়ে থাকে।

২০০৪ সাল থেকে এখানে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জয়ন্তী রানী। বাবা-মায়ের আদর-স্নেহ বঞ্চিত এ শিশুদের মায়ের মমতা দিয়ে এবং নিজের সন্তানের মতো ভেবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজটি করে আনন্দ পান বলে জানালেন তিনি। শিশু একাডেমির জেলা সংগঠক উমা রানী দাস বলেন, সরকারের একটি সফল উদ্যোগ শিশু একাডেমিতে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা। এ বিদ্যালয় সরকারের শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে জানান তিনি।